তারিখ … 08 MAR 1987 …
পৃষ্ঠা … … ১ … কলাম ২ … …

দৈনিক বাংলা

027

ভুলে ভর্তি বোর্ডের বই

কোন কোন স্ত্রীজাতীয় পশুর পেটের নীচে চামড়ার থলে থাকে

।। দিলীপ দেবনাথ ।।

ভুল তথ্য, ভুল বাক্য, দুর্বল রচনা ও মুদ্রণ প্রমাদ বোর্ডের বইগুলোর নিত্যসঙ্গী। পীড়াদায়ক এসব ত্রুটির জন্য বইগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে সুখপাঠ্য হবার পরিবর্তে বিভীষিকা হয়ে উঠেছে।

এর প্রমাণ পেতে হলে টেক্সট বুক বোর্ডের অষ্টম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান বইটি নেড়েচেড়ে দেখুন। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বইয়ের লেখককুল বলেছেন ঃ 'অধ্যাপক গার্নারের মতে রাষ্ট্র হলো এমন একটি জনসমাজ যার স্থায়ী অধিবাস বাইরের যেকোন শক্তি হতে স্বাধীন এবং মুক্ত, এমন একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড রয়েছে যার একটি সরকারও রয়েছে এবং সে সরকারের আইন সবাই মেনে চলে। বলবাহুল্য, দীর্ঘ এই বাক্যটি ভুল। (পৃঃ ৫)।

এই বইয়েরই আরেকটি বাক্য উপহার দিচ্ছি ঃ 'কোন কোন জন্তুর স্ত্রীজাতীয় পশুর পেটের নীচে শাবক রাখার ও বহন করার জন্য একটি চামড়ার থলে থাকে। (পৃঃ ১৫৯)। বাংলা ভাষা সম্পর্কে সামান্যতম বোধ আছে এমন কেউ এ ধরনের বাক্য লিখতে পারেন না।

দুর্বল বাক্য রচনার আরো একটি

[illegible] ৫-এর পৃঃ দ্রঃ

দৈনিক বাংলা

কোন কোন স্ত্রীজাতীয়

(১-এর পৃষ্ঠার পর)

নমুনা ঃ 'অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ক্ষুদ্রতম মহাদেশ। এটা এশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত। এখানে দুবার মহাদেশ ও সর্বনাম পদের ব্যবহার লক্ষণীয়।

বইটিতে ভুল তথ্য ব্যবহারের একটি উদাহরণ ঃ 'রাশিয়ায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নিহিলিস্ট নামে একটি শক্তিশালী বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে জারের রাজতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য। এ সময় সমাজতান্ত্রিক দল নামে আরও একটি বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল। তাদের বলা হতো সমাজতন্ত্রী। এ দলের নেতা ছিলেন লেনিন, ট্রটস্কী ও স্ট্যালিন (পৃঃ ১৯২)।'

প্রকৃত তথ্য হচ্ছে, সে সময় সমাজতান্ত্রিক দল বলে কোন দল ছিল না। আর লেনিনদের নেতৃত্বাধীন দলটির নাম ছিল সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি।

অষ্টম শ্রেণীর এই বইটির লেখকদের দেয়া আরেকটি তথ্য ঃ বর্তমানে চীনে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে। রাশিয়ার সর্বোচ্চ সোভিয়েটের মতো চীনে জাতীয় কংগ্রেসই সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সংস্থা।

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ দুটি পৃথক ব্যবস্থা। এ সম্পর্কে পুস্তক প্রণেতাদের প্রাথমিক বা ন্যূনতম ধারণা না থাকায়ই চীনের বর্তমান সরকারকে সাম্যবাদী সরকার বলে বইয়ে উল্লেখ করা সম্ভব হয়েছে।

তারা সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়ামকে সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থার এক বিস্ময়কর ও অনন্য সাধারণ সংস্থা বলে অভিহিত করেছেন। এটি তাদের কাছে কেন বিস্ময়কর মনে হলো সেটিও এক বিস্ময়।

সমাজ বিজ্ঞানের এই বইটির বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে এবার আসি। এতে রয়েছে ৫০ ভাগ সমাজ ও ৫০ ভাগ ভূগোল। ইতিহাসের কোন অংশ বইটিতে নেই। সমাজ বিদ্যায় প্রধানত আলোচনা করা হয়েছে মানুষ ও সমাজ, রাষ্ট্রের উপাদান, বিভিন্ন ধরনের সরকার, রাষ্ট্রের কার্যাবলী, রাষ্ট্র ও নাগরিকত্ব ও আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। অধ্যায়গুলো সুবিন্যস্ত নয়। দুর্বল রচনারীতি, দেড় পাতা জুড়ে একই অনুচ্ছেদ, অনুপযোগী শব্দ প্রয়োগ রচনাগুলোকে আড়ষ্ট করে রেখেছে।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান বইগুলোতে গড়ে ৪০ ভাগ সমাজ, ৪০ ভাগ ইতিহাস ও ২০ ভাগ ভূগোল অংশ রয়েছে। সমাজ অংশে মানব সমাজের অগ্রগতি ও তার বিকাশের ধারা তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। ইতিহাসকেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশনের প্রচেষ্টা চলেছে। ফলে বইয়ে ভূগোলের অংশ কমে গেছে।

কিন্তু বইগুলোতে বিষয়বস্তু ও অধ্যায়বিন্যাস যেভাবে করা হয়েছে তাতে এগুলো হয়ে উঠেছে নীরস ও আকর্ষণহীন। এ ব্যর্থতার দায় শুধু লেখকদের নয় বোর্ডেরও।

প্রসঙ্গত, অষ্টম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান বইটির রচয়িতা খান মুহাম্মদ সালেক, এ কে এম শহীদুল্লাহ ও সৈয়দ আলী নকী। সম্পাদনায় রয়েছেন, অধ্যাপক মুহম্মদ নূরুল করিম, ডঃ বদরুল মিল্লাত ও এস এম রিউফুল হক।